চিলমারী সরকারি কলেজে প্রবেশপত্র নিতে গুনতে হয় ৫০০ টাকা!

চিলমারী-রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি

চিলমারী সরকারি কলেজ

কুড়িগ্রামের চিলমারী সরকারি কলেজে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র বিতরণে বাড়তি টাকা আদায় করার অভিযোগ উঠেছে। বোর্ডের আদেশ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। যারা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করছে তাদের নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে ১৭ আগস্ট থেকে এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপজেলায় চারটি কলেজ, ছয়টি আলিম মাদরাসা ও দুটি কারিগরি (বিএম) শাখা থেকে এক হাজার ৫২৬ জন

শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। এর মধ্যে চারটি কলেজে ৭০০, ছয়টি আলিম মাদরাসায় ১৪১ ও দুটি কারিগরি কলেজে (প্রথম ও দ্বিতীয়) বর্ষের ৬৮৫ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

কিন্তু পরীক্ষা সামনে রেখে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রবেশপত্রের জন্য বাড়তি ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা করে আদায় করছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে নওয়াব আলী নামের এক অভিভাবক জানান, তার ছেলে এবার চিলমারী সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। ছেলের প্রবেশপত্র নিতে কলেজে গেলে তার কাছে ৫০০ টাকা দাবি করা হয়। টাকা না দেওয়ায় খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাকে।

ওই কলেজের শিক্ষার্থী নাঈম জানায়, ফরম পূরণের সময়ও কলেজ থেকে বেশি টাকা নেওয়া হয়েছে।

এখন প্রবেশপত্র নিতে গেলে ৫০০ টাকা করে চাচ্ছে।

জাকির নামের এক শিক্ষার্থী বলে, চিলমারী সরকারি কলেজের বিএম শাখা থেকে পাস করে ওই কলেজের ডিগ্রিতে (স্নাতক) ভর্তি হওয়ার সময় মূল সনদ তুলতে যাই। সে সময়ও আমার কাছে ৭০০ টাকা চাওয়া হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষার্থী বলে, ‘প্রবেশপত্র নিতে গেলে কলেজ থেকে ৫০০ করে টাকা চাওয়া হয়। অনেকেই দিচ্ছে দেখে আমিও দিয়েছি।

’

অভিযাগের বিষয়ে জানতে চিলমারী সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কবিরুল ইসলামের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাহের আলী বলেন, ‘প্রবেশপত্র বিতরণে টাকা নেওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও অধ্যক্ষর সঙ্গে কথা বলেছি।’

কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাফিউল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘প্রবেশপত্র বিতরণের শুরুর দিকে কিছু টাকা নিলেও, আমি সেটি জানার পর নিষেধ করে দিয়েছি।’